বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট
BANGLADESH LEGAL AID AND SERVICES TRUST (BLAST)

প্রতিবেদন

বিচার ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহন, প্রতিবন্ধকতা ও করনীয় শীর্ষক সংলাপ অনুষ্ঠিত

গত ২০ অক্টোবর ২০১৪ সোমবার বিকেল ৪টায় সিলেটের জেলা ও দায়রা জজ আদালত সম্মেলন কক্ষে বিচার ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহন, প্রতিবন্ধকতা ও করনীয় শীর্ষক সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউএসএআইডি-এর জাস্টিস ফর অল প্রোগ্রাম, ন্যাশনাল সেন্টার ফর স্টেস কোর্টস (এনসিএসসি) ও বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এর যৌথ উদ্যোগে এ সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। সংলাপের প্রারম্ভে এর উদ্দেশ্য সবার সামনে তুলে ধরেন মেহের নিগার , এ্যাডভোকেসী এন্ড আউটরিচ অফিসার, ব্লাস্ট।। তিনি বিচার ব্যাবস্থায় প্রতিবন্ধকতরা ও আইন শিক্ষাথীদের বর্তমান পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য ব্লাস্টের পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন। এরপর তিনি ইউএসএআইডির পরিচালনায় জেন্ডার ম্যাপিং এর একটি উপস্থাপনা তুলে ধরেন।

সংলাপে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেটের চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট বেগম ফাহমিদা কাদের, এডভোকেট জয়ন্তি শ্যাম চৌধুরী, এডভোকেট ফৌজিয়া সুলতানা।

চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট বেগম ফাহমিদা কাদের বলেন, আইন পেশা একটি গুরুত্বপূর্ন ও নারিবান্ধব পেশা। বর্তমানে নারি বিচারকের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

এডভোকেট জৈয়ন্তি শ্যাম চৌধুরী বলেন তিনি যখন এডভোকেট হয়ে সিলেট বারে যোগদান করেন তখন কোন মহিলা আইনজীবী সিলেট বারে ছিলো না। উনাকে দেখে অনেক মহিলা আইন পেশায় যোগদান করেন। তখনকার দিনে কোর্ট পরে রাস্তায় বের হলে লোকেরা ব্যাঙ্গাত্নক কথা বলতো। উনি বলেন বর্তমানে মহিলা এডভোকেট এর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে নারীদের অনেক অগ্রগতি হয়েছে। উনি চান নারিরা যাতে কোন হয়রানির স্বীকার না হয়। উনি আরো বলেন আদালতে এসে যদি কোন নারি ন্যায় বিচার পান তখন তারা আদালতকে তীর্থস্থান বলে মনে করেন।

এডভোকেট ফৌজিয়া সুলতানা বলেন,যখন তিনি আইন পেশায় এসেছিলেন তখন খুব কম সংখ্যক মহিলা আইনজীবী ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে মহিলা আইনজীবীর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। উনারা নিজেরাই এখন মামলার সকল কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

সংলাপে সভাপতিত্ব করেন ব্লাস্ট সিলেট ইউনিটের সভাপতি ও জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি এডভোকেট এ এফ মোঃ রুহুল আনাম চৌধুরী মিন্টু।

সংলাপে আইন পেশায় নারীর প্রতিবন্ধকতা, সামাজিক ও কর্মক্ষেত্র বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জুডিশিয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট জেরিন সুলতানা, এসিস্ট্যান্ট জজ কানাইঘাট থানা, লায়লা মেহের বানু, এসিস্ট্যান্ট জজ

জৈন্তাপুর থানা সুবর্না সিনহা, নর্থইষ্ট ইউনিভার্সিটির আইন বিভাগের প্রধান আবুল হাসানাত ইবনে আবেদীন, সিটি কর্পোরেশনের সাবেক কাউন্সিলর এডভোকেট সালমা সুলতানা, এডভোকেট সৈয়দ শিরিন আক্তার, এডভোকেট জোসনা ইসলাম, সিলেট মেট্রোপলিটন ইউনির্ভাসিটির আইন ও বিচার বিভাগের প্রভাষক সনজিদ ইশরাত জাহান ইফাত, আইন বিভাগের ছাত্রী নাফিসা ইফতেখার, চৌধুরী সিলমা পাশা পিউ, জিনাত চৌধুরী প্রমুখ। এছাড়ও সংলাপে কর্মস্থলনহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের যৌন হয়রানির সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়।

সংলাপে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনচার্জ সিলেট জেলা ও দায়রা জজ মোঃ মঈনউদ্দিন। তিনি বলেন, নারীদের প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা থাকে। তবে সে প্রতিবন্ধকতা দূর করেই আগামীর বাংলাদেশ গড়তে নারী সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে।

উন্মুক্ত আলোচনায় আইন শিক্ষার্থী এবং আইনের শিক্ষক ও শিক্ষিকারও নারীদের আইন পেশায় বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা এবং এ থেকে উত্তরনের বিভিন্ন সুপারিশ তুলে ধরেন। সংলাপে অংশগ্রহণকারীরা আইন পেশার সাথে জড়িত নারীদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য সুপারিশ করেন।

ধন্যবাদ বক্তব্য রাখেন ব্লাস্ট সিলেট ইউনিটের কো-অর্ডিনেটর মোঃ ইরফানুজ্জামান চৌধুরী।

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী
মেহের নিগার
এ্যাডভোকেসী এ্যান্ড আউটরীচ অফিসার, ব্লাস্ট।